



বাণী

১৬ ডিসেম্বর ২০১৬

আজ ১৬ই ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের এ দিনে মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম দেশপ্রেম, অপরিসীম সাহসিকতা ও দুর্জয় বীরত্বের কাছে পাকিস্তানী নিষ্ঠুর হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে বাঙালী জাতি লাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। জাতির গৌরবময় ও আনন্দের এ মুহূর্তে দেশ-বিদেশে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশীর প্রতি রইল আমার উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

৪৬ তম বিজয় দিবসের প্রাক্কালে আমি অসীম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যিনি দীর্ঘ ২৪ বছরের আন্দোলন, সংগ্রাম ও জেলজুলুম সহ্য করে বাঙালী জাতিকে স্বাধিকারের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ করে ছিনিয়ে এনেছিলেন স্বাধীনতার সোনালী সূর্য। গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদের প্রতি যাদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের প্রাণের বাংলাদেশ। পরম মমতায় স্মরণ করছি ২ লক্ষ মা-বোনকে যাদের সম্বলের বিনিময়ে এ দেশ। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সমর্থনকারী বিদেশী নাগরিকগণ ও সরকারসমূহের প্রতি জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

যে কোন যুদ্ধের পর বিজয়ী জাতির অন্যতম কাজ হল যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন। বঙ্গবন্ধুও তার ব্যতিক্রম করেননি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে দেশের উন্নয়নের চাকা পেছন দিকে ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিল। তা সত্ত্বেও বাংলার সংগ্রামী জনতা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবারই সে অপচেষ্টা প্রতিহত করে এবং নিজেদের নিয়োজিত করে দেশ গঠনে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সকল ত্যাগ-তিতিক্ষা, সংগ্রাম, সকল কার্যক্রম এদেশের কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষসহ সকলের জন্য। তাইতো, এ বছর বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের ২০তম ত্রিবার্ষিক জাতীয় সম্মেলনে তিনি দলের সকল নেতাকর্মী ও জনপ্রতিনিধিদের নিজ নিজ এলাকার দুঃস্থ, দরিদ্র ও প্রতিবন্ধীদের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশনা প্রদান করেন এবং একটি তালিকা তৈরির মাধ্যমে হতদরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কথা তাঁর নিকট পৌঁছে দেয়ার আহ্বান জানান যাতে তাঁর সরকার গৃহীত সব ধরনের কল্যাণমূলক কার্যক্রমের সুফল সকলেই লাভ করতে পারে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একজন অভিজ্ঞ নেত্রী হিসেবে তাঁর এ ভাষণে আরও ছিল দেশের গণতন্ত্র, পররাষ্ট্র নীতি, অর্থনীতি, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিল্প, কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনপ্রশাসন, নারীর উন্নয়ন, সম্ভ্রাসবাদ, জঙ্গীবাদ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবেলাসহ সার্বিক দিক যা তাঁর প্রতি জনগণের আস্থা আরও বাড়িয়ে দেয়। ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী যেন ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে আমরা পালন করতে পারি সে নির্দেশনাও আমরা তাঁর প্রাজ্ঞ নেতৃত্বের কাছ থেকে পেয়েছি। সহশ্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সফল বাস্তবায়নের পর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই এর ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এগুলো অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে একটি বাস্তবসম্মত ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, দূরদর্শী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক, শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশে পরিণত করার বিস্তৃত পরিকল্পনাও আমাদের দিয়েছেন।

যে সোনার বাংলার স্বপ্ন ছিল জাতির জনকের হৃদয়ে; যে স্বপ্ন বুকে নিয়ে ৪৫ বছর পূর্বে বাংলার মাটির সূর্য সন্তানেরা নিজেদের বুকের রক্ত এ সবুজ ভূমিতে নির্দ্বিধায় ঢেলে দিয়েছিলেন, সে স্বপ্ন পূরণে নিরলসভাবে কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশে-বিদেশে বসবাসরত আমাদের পরবর্তী প্রজন্মসমূহ যেন মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জেনে যথাযথ শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় যুগযুগ ধরে স্মরণ করে মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ, বীরসঙ্গী, মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু এবং বাংলাদেশকে গড়তে অবদানকারী জনগণকে - সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আমরা সবাই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী যার যার অবস্থান থেকে কাজ করবো; আর অবদান রাখবো দেশের জনগণ, স্বদেশ ও বিশ্ব মানবতার কল্যাণে- এই হোক আজকের দিনের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি)

Md. Shahriar Alam, MP
State Minister
মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি
প্রতিমন্ত্রী



MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

Message

16 December 2016

Today is 16 December, our great victory day. On this very day in 1971, the Bengali nation achieved an independent and sovereign Bangladesh with the surrender of Pakistani brutal occupation force to the unlimited patriotism, infinite bravery and insurmountable heroism of our freedom fighters. In this glorious and delightful moment, I congratulate my countrymen living both home and abroad.

On the eve of the victory day, with deep reverence, I remember our Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman whose 24 years long movement, struggle, confinement and agony united the Bengali nation in the question of self-rule and snatched the golden sun of independence. With deep respect, I also recall 3 million martyrs whose supreme sacrifice brought Bangladesh into reality. I remember 2 lakh women who freed the land at the cost of their honor. My sincere respect and gratitude go to the wounded freedom fighters, foreign friends and governments whose courage and active support aided us immensely during the liberation war.

Reconstruction of a war ravaged country is the biggest work for any victorious nation. In this respect, Bangabandhu's initiative was none an exception. However, the opposition force against the spirit of liberation war and independence tried to turn the speed of development on the backward direction by killing Bangabandhu with all his family members on 15 August in 1975. Nonetheless, the fighting people of Bangladesh under the leadership of Sheikh Hasina foiled these conspiracies every time and engaged themselves in taking the country forward.

Throughout her life, our leader Sheikh Hasina struggles for the cause of the farmer, labor, working people and all. For this reason, in her inauguration speech at the 20th triennial council of Bangladesh Awami League, she instructed her party men and people's representatives to stand beside the destitute, poor and disable people as well as prepare a list of ultra poor and disadvantaged community and send that to her so that none is excluded from the welfare programs undertaken by her government.

As a veteran leader both at national and international level, Prime Minister sheikh Hasina's speech includes democracy, foreign policy, economy, infrastructure development, industry, agriculture, food security, public health, education, public administration, women development, terrorism, extremism, climate change, disaster management and all other issues. The comprehensiveness in her speech augments people's confidence on her.

Her wise leadership has inspired us to celebrate the 100th birth anniversary of our Father of the Nation Bangabandhu in 2020 and the Golden jubilee of our independence in a hunger and poverty free, secular and a democratic middle income country in 2021. After the successful completion of the Millennium Development Goals, Bangladesh has taken a pragmatic and coordinated approach by integrating the Sustainable Development Goals in its 7th Five Year Plan. Not only that, our visionary leader Prime Minister Sheikh Hasina has also put a detailed plan in place for transforming Bangladesh into a peaceful, prosperous and developed country by 2041.

Prime Minister Sheikh Hasina has been working tirelessly for realization of the dream for which our Father of the Nation fought; for which the freedom fighters poured their fresh blood on the green grass of this land. Let us pledge today that we will be continuing our efforts for the remembrance of Bangabandhu sheikh Mujibur Rahman, martyrs, Biranganas, friends of liberation war and people contributing to develop Bangladesh with highest esteem and love among succeeding generations. Along with this, all of us will be working according to our own ability from our respective positions for the welfare of people, motherland and global humanity.

Joy Bangla, Joy Bangabandhu.



(Md. Shahriar Alam, MP)